যুগান্তর

তারিখ ..... 6 JUN 2017

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম

জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজ পায়নি ৬ হাজার শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

জিপিএ-৫ পেয়েও ৫ হাজার ৯৪৬ শিক্ষার্থী কোনো কলেজ পায়নি। অপরদিকে ২৮০ প্রতিষ্ঠান কোনো শিক্ষার্থী পায়নি। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কোথাও না কোথাও ভর্তির সুযোগ মিলবে। কিন্তু শিক্ষার্থী না পাওয়া কলেজ ও মাদ্রাসার ভাগ্যে কী ঘটবে, তা ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন।

রোববার মধ্যরাতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন ফল প্রকাশ করে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে সরকারি-বেসরকারি কলেজে ভর্তির জন্য সারা দেশে ১৩ লাখ ১০ হাজার ৯৪৭ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথম তালিকায় ১২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৮ জনকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মনোনীত করে তালিকা প্রকাশ হয়। মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা কলেজে ভর্তির সরকারি ওয়েবসাইট (http://www.xiclassadmission.gov.bd/) থেকে জানা যাচ্ছে। এ ছাড়া মোবাইল ফোনে এসএমএস দিয়েও মনোনীত শিক্ষার্থীদের ফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৬১ হাজার ৯৯ জন ভর্তির জন্য কোনো কলেজে সুপারিশ পায়নি। এদের মধ্যে ৫ হাজার ৯৪৬ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী।

সোমবার সরেজমিন ঢাকা বোর্ডে গিয়ে দেখা যায়, চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীরা কলেজ পরিদর্শকের কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমিয়েছে। তাদের কারও সঙ্গে বাবা, কারও সঙ্গে মা অথবা বড় ভাইবোন। এ সময় কয়েকজনকে আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়। মিরপুর থেকে আসা এক ছাত্রী জানায়, সে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও বিএএফ শাহীন কলেজে আবেদন করেছে। কিন্তু একটিতেও চান্স পায়নি। অথচ সে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মতো এমন আরও কয়েকজন ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজ পায়নি ৬ হাজার শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, সর্বোচ্চ ফল করেও চান্স না পাওয়া এসব শিক্ষার্থী ১-২টি করে কলেজে আবেদন করেছে। তারা হয়তো চান্স পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল। আমরা শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম ঠিক করেছি। সেক্ষেত্রে আবেদনকৃত কলেজের আসন সংখ্যার তুলনায় মেধাক্রম পেছনে থাকলে চান্স হয়নি। তবে এসব শিক্ষার্থীর ভর্তির সমস্যা হবে না। দ্বিতীয় তালিকায় কলেজ তারা পেয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের নিজের প্রাপ্ত নম্বর বা মেধা অনুযায়ী কলেজ পছন্দ দিতে হবে। পাশাপাশি পছন্দক্রমে কলেজ সংখ্যাও বাড়িয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্যা থেকেই যাবে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের ভর্তি কমিটির সদস্য ড. সালেহীন আরও জানান, যারা চান্স পায়নি, তাদের ১৩ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওইদিন দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপরও কেউ চান্স না পেলে তৃতীয় তালিকায় ঠাঁই হতে পারে। এ তালিকা ১৮ জুন প্রকাশ করা হবে। তবে দ্বিতীয় তালিকায় ঠাঁই না পেলে তৃতীয় তালিকার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদন করতে হবে। একবার আবেদনের পর চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীদের আর আবেদনের প্রয়োজন নেই। তবে তারা কলেজের পছন্দক্রম সংশোধন-সংযোজন করতে পারবে। আর যেসব শিক্ষার্থীর কলেজ পছন্দ হয়নি বা অন্য কলেজে যেতে চায়, তাদের অবশ্যই ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি নিশ্চিতের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডে ১৮৫ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে। নইলে আগের আবেদন এবং ভর্তির সুযোগ দুটিই বাতিল হয়ে যাবে। কেউ এমন ঘটনা ঘটালে তাকে পুনরায় ভর্তির জন্য অনলাইনে ১৫০ টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ভর্তির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, মনোনীত আবেদনকারীদের আগামী ৮ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ বাদে ১৮৫ টাকা টেলিটক, শিওর ক্যাশ অথবা রকেটের মাধ্যমে জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে। অন্যথায় মনোনয়ন ও ভর্তির আবেদন বাতিল হবে।

এ বছর সারা দেশে ৯ হাজার ৮৩ কলেজ ও মাদ্রাসায়

'১৮৫ টাকা জমা না দিলে ভর্তির সুপারিশ ও আবেদন বাতিল হবে'

২৮০ কলেজ-মাদ্রাসা একজন শিক্ষার্থীও পায়নি

৩৩৭ কলেজ-মাদ্রাসার সব আসনে ভর্তির সুপারিশ

আবেদন করেও কলেজ পায়নি ৬১ হাজার শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, রাজউক উত্তরাসহ ৩৩৭টি কলেজ ও মাদ্রাসার সব আসন পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীদের এখন অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে হবে। অপরদিকে মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮০টি কোনো শিক্ষার্থী পায়নি। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের অধীনে আছে ১৬টি। এছাড়া যশোরে ৭টি, কুমিল্লা বোর্ডে ২টি, বরিশাল বোর্ডে ৩টি, দিনাজপুরে ১টি, রাজশাহী বোর্ডে ২৬টি, মাদ্রাসা বোর্ডে ৩১টি এবং কারিগরি বোর্ডে ১৫৪টি প্রতিষ্ঠান আছে। সিলেট ও চট্টগ্রাম বোর্ডে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি।

ভর্তির পরবর্তী প্রক্রিয়া : রোববার রাতে (৫ জুন) প্রকাশিত প্রথম তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের আজ থেকে ৮ জুন সিলেকশন এসএমএসে (যে কলেজের তালিকায় নাম এসেছে ওই কলেজেই ভর্তি হবে, তা) নিশ্চিত করতে হবে। ৯ থেকে ১০ জুন তিন ধরনের শিক্ষার্থী পুনরায় আবেদন করবে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ভর্তির আবেদন না করা প্রার্থী ও কলেজ না পাওয়া প্রার্থীরা আছে। এছাড়া কলেজ পেয়ে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু অন্য কলেজে যেতে ইচ্ছুক (মাইগ্রেশন) তারা আবেদন করবে। এ আবেদনের ওপর দ্বিতীয় তালিকা ১৩ জুন প্রকাশ করা হবে। দ্বিতীয় তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ১৪ ও ১৫ জুন নিজ নিজ ভর্তির সিলেকশন নিশ্চিত করবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ১৮৫ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি পাঠাতে হবে। টাকা না পাঠালে ভর্তি নিশ্চিত হবে না। কলেজে ভর্তির পর কেউ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে চাইলে (মাইগ্রেশন) ফের অনলাইনে আবেদন (কলেজ পছন্দ) দেবে। পাশাপাশি আগের দুই দফায় যারা ভর্তির আবেদন করেনি, বা দ্বিতীয় দফায়ও কলেজ পায়নি, তারাও নতুন আবেদন করতে পারবে। ১৬ ও ১৭ জুন এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ তিন ধরনের প্রার্থীর আবেদনের ওপর ১৮ জুন তৃতীয় পর্যায়ে তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ১৯ জুন সিলেকশন নিশ্চিত করবে। এরপর ২০ থেকে ২২ জুন ও ২৮ থেকে ২৯ জুন দুই দফায় শিক্ষার্থী ভর্তি চলবে। এ সময়ে শিক্ষার্থী নিজ নিজ কলেজে গিয়ে ভর্তির টাকা জমাসহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করবে। ১ জুলাই একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে।